দানিয়েলের বই - নম্বর একশ তেতাল্লিশ

ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারার উন্মোচন: শেষ প্রেসিডেন্ট এবং পশুর মূর্তি

Jeff Pippenger
2024-03-18

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম রাজ্য ছিল বাবিল, এবং বাবিল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সাক্ষ্যে প্রথম ও শেষ রাজাদেরকে বিশেষভাবে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মেদো-পারস্যের দ্বিতীয় রাজ্যে, প্রথম দুই রাজা—যাদের একজন ছিলেন সেই রাজা যিনি তিনটি ফরমানের মধ্যে প্রথমটি জারি করেছিলেন, যার ফলে প্রাচীন ইস্রায়েল যিরূশালেমে ফিরে যেতে পেরেছিল—এবং পরবর্তী দুই রাজা, যারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফরমান জারি করেছিলেন, তাঁদেরও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদ্রূপ, গ্রিসের তৃতীয় রাজ্যের ইতিহাসে মহান আলেকজান্ডার দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা পরাক্রমশালী রাজা, এবং তাঁর পরে আসা সেনাপতি ও রাজাদেরও ভবিষ্যদ্বাণীর বাণীতে চিহ্নিত করা হয়েছে। পৌত্তলিক রোমের চতুর্থ রাজ্যও ওই রাজ্যের শাসক ও সম্রাটদের বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কথা বলে।

ইস্রায়েলের সকল রাজা—উত্তর ও দক্ষিণ উভয় রাজ্যের—সনাক্ত করা হয়েছে, এবং সকলেই ঈশ্বরের ভাববাণীর মধ্যে প্রতীকস্বরূপ, যেমন আশূরীয় রাজাগণ ও মিসরের ফেরাউনগণ তেমনই। ঈশ্বরের ভাববাণী যে বাস্তবিকই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের সম্বোধন করবে—এই ধারণা চোখ আছে, তবু অনুধাবন করে না; কান আছে, তবু বুঝতে পারে না—এমন লোকদের কাছে অকল্পনীয় বলে শোনাতে পারে। কিন্তু প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়ের পৃথিবী-উদ্ভূত পশুই যখন অন্তিম দিনের ভাববাণীগুলির প্রধান অবলম্বন-বিন্দু, তখন ঈশ্বর সেই পশুর রাষ্ট্রপতিদের সম্বোধন করবেন না—এমনটি ভাবা প্রকৃতপক্ষে আরও অযৌক্তিক।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শেষ রাষ্ট্রপতি, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনিবার্যতাবশত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতির দ্বারা পূর্বচিত্রিত হবেন। শেষ রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি হিসেবে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অনিবার্যতাবশত, তিনি প্রথম রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির দ্বারা পূর্বচিত্রিত হবেন। চূড়ান্ত সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে শেষ রাষ্ট্রপতি হিসেবে, তিনি ঐ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কালপর্বের প্রথম রাষ্ট্রপতির দ্বারাও পূর্বচিত্রিত হয়েছেন। চূড়ান্ত তথা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে শাসনকারী রাষ্ট্রপতি হিসেবে, তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে শাসনকারী রাষ্ট্রপতিদের দ্বারাও পূর্বচিত্রিত হয়ে থাকবেন।

মার্কিন ইতিহাসে সংঘটিত তিনটি বিশ্বযুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগকে প্রতিনিধিত্ব করে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যার দিকে জো বাইডেন এখন সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালিত করছেন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে পূর্বচিত্রিত হয়েছে। ঠিক একই সময়ে বাইডেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধের দিকে পরিচালিত করছেন। আসন্ন কয়েক মাসে দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আন্দোলনসমূহ, প্রসববেদনায় কাতর এক নারীর ন্যায়, কেবলমাত্র তীব্রতর হবে।

জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক ও লুথেরান পাদরি মার্টিন নিয়েমোলারের, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট তীব্রতর হওয়ার সময়কার বিখ্যাত উক্তিটি ছিল, “প্রথমে তারা সমাজতান্ত্রিকদের

নিতে এলো, আর আমি প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি সমাজতান্ত্রিক ছিলাম না। তারপর তারা ট্রেড ইউনিয়নবাদীদের নিতে এলো, আর আমি প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি ট্রেড ইউনিয়নবাদী ছিলাম না। তারপর তারা ইহুদিদের নিতে এলো, আর আমি প্রতিবাদ করিনি—কারণ আমি ইহুদি ছিলাম না। শেষে তারা আমাকে নিতে এলো—কিন্তু তখন আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না যে আমার পক্ষে কথা বলত।” সময় অবিরাম অগ্রসর হতে থাকলে, আমরা এই বর্তমান ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে উপলব্ধি করব যে এখন যে কর্মকাণ্ডগুলি ঘটছে, সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের অন্তিম যুদ্ধসমূহের প্রারম্ভিক পদক্ষেপগুলি ছিল।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কাল দেখানো হয়েছে, যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান এবং এলিয়েন ও সেডিশন আইনগুলো মাইলফলক ছিল, সেখানে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের ড্রাগনের মতো কথা বলা পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ছিল একটি সন্ধিক্ষণ, এবং স্বাধীনতার ঘোষণা সেই তারিখের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বাধীনতার ঘোষণা বিপ্লবী যুদ্ধকেও চিহ্নিত করে, এবং নির্দেশ করে যে ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট সেই যুদ্ধের এক আধ্যাত্মিক পুনরাবৃত্তির সূচনা করে। 'revolution' শব্দের অর্থ হলো একটি পূর্ণচক্র সম্পন্ন করা।

১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ সালের সময়কালে, বিপ্লবী যুদ্ধ ইংল্যান্ডের রাজশক্তি এবং সাধারণভাবে সব রাজতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সংবিধান শুধু রাজশক্তির ওপরই নয়, সমান দৃঢ়তার সঙ্গে পোপীয় ক্ষমতার ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল। ১৭৯৮ সালের মধ্যে এমন আইন প্রণীত হওয়ার মাধ্যমে চক্র (বিপ্লব) সম্পূর্ণ হয়েছিল, যা একজন প্রেসিডেন্টকে রাজকীয় কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল।

প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট এমন এক বিপ্লবকে (একটি চাকা) চিহ্নিত করে, যা ড্রাগনের মতো কথা বলে এমন পৃথিবীর সেই পশু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে পোপীয় ক্ষমতাও পুনঃস্থাপিত হয়। ১৭৭৬ থেকে ১৭৯৮ পর্যন্ত প্রথম চাকা এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিপ্লবকে চিহ্নিত করে, যা রাজসত্তার পুনঃস্থাপনে নিয়ে যায়; এবং এটি যে বিপ্লবটির প্রতীক, তা এমন এক বিপ্লবকে চিহ্নিত করে যা পোপীয় ক্ষমতার পুনঃস্থাপনে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিপ্লবী যুদ্ধ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে চলমান। নইলে এটিকে 'প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট' বলা হতো কেন?

শেষ রাষ্ট্রপতির ইতিহাসে যে যুদ্ধসমূহ সংঘটিত হয়, সেগুলি পর্যালোচনা করার পূর্বে, আমরা পশুর মূর্তির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক লক্ষণাবলি আলোচনা অব্যাহত রাখব। শেষ রাষ্ট্রপতির সময়ে পশুর মূর্তির গঠনে যে পরিবেশ বিদ্যমান থাকে, তা অনুধাবন করা গুরুত্বপূর্ণ। সে রাষ্ট্রপতি অবশ্যই রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি হবেন, যিনি ড্রাগনের ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শক্তিসমূহের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকবেন। তিনি শেষ জন হতেই হবে; অতএব আট রাষ্ট্রপতির এক পর্বে তিনি অষ্টম রাষ্ট্রপতি হবেন। যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রারম্ভিক পর্ব, দুটি কনটিনেন্টাল কংগ্রেসে, উভয় পর্বেই আট জন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, এবং উভয় পর্বেই ঐ আটজনের মধ্যে একজনকে সাতজনের অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। অতএব, আদিতে দুই সাক্ষীর সাক্ষ্যে, শেষ রাষ্ট্রপতি অষ্টম রাষ্ট্রপতি হতেই হবে, অর্থাৎ তিনি সাতের একজন।

শুধুমাত্র ডোনাল্ড ট্রাম্পই এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক উপাদানগুলো পূরণ করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিবেশটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে চলেছেন, তা সম্পূর্ণভাবে

বোঝার জন্য, এটি বোঝা জরুরি যে ভবিষ্যদ্বাণীর দৃষ্টিতে প্রথম দুটি বিশ্বযুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে, এবং ঐ যুদ্ধগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যও ট্রাম্প যে পরিবেশটি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে চলেছেন, তার কথা বলে। তা সত্ত্বেও, আমরা এখনও তিনটি বিশ্বযুদ্ধের তরবিধি প্রয়োগ করছি না।

ইসলামের দ্বারা আনা ক্রমবর্ধমান যুদ্ধাবস্থা এবং তৎপরবর্তী আর্থিক সমস্যাবলীই সেই মাধ্যম, যার দ্বারা তৃতীয় হায়ের ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রে পশুর মূর্তি-সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মিথ্যা ভাববাদীর ভূমিকাটি পরিপালন করে। "গাধা", যা ইসলামের মিথ্যা ভাববাদী, যেরূপে গাধা খ্রিষ্টকে যিরূশালেমে বহন করেছিল, তদ্রূপই যুক্তরাষ্ট্রের মিথ্যা ভাববাদীকে "যিরূশালেমে"-এ বহন করে নিয়ে যায়। ঐ যাত্রাপথে এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা অতীত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পরিপূর্তি ঘটায়। ১৭৯৮ সালে Alien and Sedition Acts ঐ পৃথিবী-উদ্ভূত পশুর ইতিহাসের একেবারে সূচনালগ্নে "উচ্চারিত" হয়েছিল—যে পশু মেষশাবকের ন্যায় আরম্ভ করবে এবং অন্তে ড্রাগনের ন্যায় কথা বলবে। Alien and Sedition Acts-এ চারটি পৃথক আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ন্যাচারালাইজেশন আইন: এই আইনটি আমেরিকান নাগরিকত্বের জন্য আবাসনের সময়সীমা বাড়িয়েছিল।

অ্যালিয়েন ফ্রেন্ডস অ্যাক্ট: এই আইন শান্তিকালে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য "বিপজ্জনক" বলে বিবেচিত অ-নাগরিকদের দেশ থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করেছিল। এটি সরকারকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই বিদেশি নাগরিকদের গ্রেপ্তার ও দেশ থেকে বহিষ্কার করার অনুমতি দিয়েছিল।

এলিয়েন এনিমিস অ্যাক্ট: এই আইন প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রু দেশের যে কোনো পুরুষ নাগরিককে আটক ও দেশ থেকে বহিষ্কার করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন: চারটির মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ছিল এটি। এই আইন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা তার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, কলঙ্কজনক বা বিদ্বেষপূর্ণ লেখা প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। এর ফলে কার্যত সরকারের সমালোচনা অপরাধে পরিণত হয়েছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণা মূলত তার সেই প্রতিশ্রুতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে পূর্ববর্তী ময়াদে শুরু করা 'দেয়াল নির্মাণ' কাজটি শেষ করবেন। তিনি বলেছেন, ২০২৪ সালে তিনি নির্বাচিত হলে মানব ইতিহাসের সর্ববৃহৎ মাত্রার দেশ থেকে বহিষ্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। আমেরিকান রাজনীতির পরিসরে অন্য যে কোনো রাজনীতিবিদের তুলনায় ট্রাম্পের একটি ভিন্নধর্মী ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তিনি তার প্রচারণার প্রতিশ্রুতিগুলো পালন করেন, অন্ততপক্ষে সেগুলো পালনের চেষ্টা করেন। Alien and Sedition Acts এমন আইনসমূহকে নির্দেশ করে যা তার বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় অভিযোগগুলোর একটি—যা তিনি 'দলদল' বলে আখ্যায়িত প্রোথিত ডিসি রাজনৈতিক এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন; যেখানে দুর্নীতিগ্রস্ত, অনৈতিক ও আপসকামী রাজনীতিক, পেশাদার আমলারা, অ্যালফাবেট এজেন্সিগুলো এবং বিলিয়নিয়ার অর্থদাতারা রয়েছে—তা হলো 'ফেক নিউজ', যা হিটলারের 'রাইখ মিনিস্ট্রি অব পাবলিক এনলাইটেনমেন্ট অ্যান্ড প্রোপাগান্ডা'–র আধুনিক রূপ থেকে উৎপন্ন হয়, এবং

যাকে আজ এমএসএম, মেইনস্ট্রিম মিডিয়া বলা হয়। অ্যালিয়েন অ্যান্ড সিডিশন অ্যাক্টস এমন আইনকে উপস্থাপন করে, যা তার 'ফেক নিউজ'–বিদ্বেষের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। যিশু সবসময় কোনো কিছুর শেষটিকে তার শুরুর মধ্য দিয়েই বোঝান।

প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টকে এমন এক গৃহযুদ্ধের মোকাবিলা করতে বাধ্য হতে হয়েছিল, যা লিংকনের ডেমোক্র্যাট পূর্বসূরি বুচানান সৃষ্টি করেছিলেন। এটি মোকাবিলা করতে গিয়ে লিংকন হেবিয়াস করপাসের অধিকার স্থগিত করেছিলেন। হেবিয়াস করপাস একটি আইনি নীতি, যা আদালতে কোনো ব্যক্তির নিজের আটক বা কারাবাসের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। এটি একটি মৌলিক আইনি অধিকার, যা নিশ্চিত করে যে বৈধ কারণ ছাড়া কাউকে হেফাজতে রাখা যাবে না। কোনো আটক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হেবিয়াস করপাসের রিট দায়ের করা হলে, সরকারকে আদালতের সামনে তার আটকের জন্য যুক্তিসঙ্গত, আইনসম্মত কারণ উপস্থাপন করতে হয়।

আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়, লিংকন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে হেবিয়াস কর্পাসের রিট স্থগিত করেছিলেন। তিনি প্রথমে ১৮৬১ সালের এপ্রিলে ম্যারিল্যান্ডে হেবিয়াস কর্পাস স্থগিত করেন, এবং পরে সেই স্থগিতাদেশ মধ্য-পশ্চিমের কিছু অংশে সম্প্রসারিত করেন। যে সব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা কনফেডারেটদের প্রতি শক্তিশালী সহানুভূতি (ডেমোক্র্যাটরা) ছিল, সেখানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ভিন্নমত দমন করা এবং ইউনিয়নের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

লিংকন কর্তৃক হেবিয়াস করপাস স্থগিত করা পদক্ষেপটি বিতর্কিত ছিল এবং তা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, কারণ এতে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দ্বারা নিশ্চিত একটি মৌলিক নাগরিক স্বাধীনতাকে সাময়িকভাবে স্থগিত করা জড়িত ছিল। সংবিধান হেবিয়াস করপাসের রিট স্থগিত করার অনুমতি দিয়ে, "যখন বিদ্রোহ বা আক্রমণের ঘটনায় জননিরাপত্তার স্বার্থে তা প্রয়োজন হতে পারে" (অনুচ্ছেদ I, ধারা ৯)।

যুদ্ধের সময় ইউনিয়ন ও জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য তার পদক্ষেপগুলোকে অপরিহার্য বলে লিংকন সমর্থন করেছিলেন। ১৮৬৩ সালে কংগ্রেস হেবিয়াস কর্পাস সাসপেনশন অ্যাক্ট পাস করে, যা পূর্বপ্রযোজ্যভাবে লিংকনের হেবিয়াস কর্পাস স্থগিতকরণকে অনুমোদন দেয় এবং সামরিক আটক সংক্রান্ত কিছু প্রক্রিয়ার বিধান করে। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোতে, সংঘাতের অবসানের সাথে সাথে দেশে শান্ত অবস্থায় ফিরে আসায় হেবিয়াস কর্পাস ক্রমান্বয়ে পুনঃস্থাপিত হয়।

১৮৭১ সালে, রাষ্ট্রপতি ইউলিসিস এস. গ্রান্ট (একজন রিপাবলিকান) পুনর্গঠন যুগে কু ক্লাক্স ক্ল্যানের (ডেমোক্র্যাটদের) সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় দক্ষিণ ক্যারোলাইনার নয়টি কাউন্টিতে হেবিয়াস করপাস স্থগিত করেছিলেন। এই স্থগিতাদেশের লক্ষ্য ছিল সহিংসতা দমন করা এবং সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আফ্রিকান আমেরিকানদের নাগরিক অধিকার রক্ষা করা।

১৯৪২ সালে, প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট (ডেমোক্র্যাট), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, নির্বাহী আদেশ ৯০৬৬-এ স্বাক্ষর করেন, যা পশ্চিম উপকূলে বসবাসরত জাপানি আমেরিকানদের বলপূর্বক স্থানান্তর ও শিবিরে আটক রাখার অনুমোদন দেয়। যদিও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে হেবিয়াস কর্পাস স্থগিত করেনি, এর ফলে জাপানি আমেরিকানদের আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়াই আটক করা হয়েছিল, এবং তাদের আইনি অধিকারগুলি মারাত্মকভাবে

ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

তারপর ২০০১ সালে, শেষের বুশ (একজন গ্লোবালিস্ট রিপাবলিকান), ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পর, গুয়ানতানামো উপসাগর ও অন্যান্য স্থাপনায় সন্দেহভাজন শত্রু যোদ্ধাদের আটক করার অনুমোদন দেন। এই ব্যক্তিদের আটক এবং তাদের আইনি অবস্থান হেবিয়াস করপাস-সম্পর্কিত আইনি চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে ওঠে।

তারপর ২০২১ সালে, পেলোসি (একজন ডেমোক্র্যাট) পরিচালিত জানুয়ারি ৬-সংক্রান্ত বিচারগুলো হেবিয়াস কর্পাস স্থগিত, যথাযথ প্রক্রিয়া অপসারণ, এবং অসাংবিধানিক আটকব্যবস্থা কার্যকর করার ধারণাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০২১ সালের পেলোসি-পরিচালিত সেই বিচারগুলোর বিশেষত্ব হলো, এটি ছিল প্রথমবার যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মার্কিন নাগরিকদের আইনগত অধিকার একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এর আগে প্রতিবারই একটি প্রকৃত যুদ্ধ বা বিদ্রোহ ঘটেছিল, যা নির্দিষ্ট শত্রুপক্ষকে শনাক্ত করত। পেলোসি-পরিচালিত বিচারগুলোতে শত্রুরা ছিল কেবল ড্রাগন-অনুপ্রাণিত গ্লোবালিস্টদের শত্রু। সংবিধান নস্যাৎ করার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রবণতা চিহ্নিত করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ঘটনাগুলোই পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের পরিচয় দেয়, যা ঈশ্বরের লোকদের জন্য মহা পরীক্ষা।

পেলোসি আপনার নায়িকা হোক বা ট্রাম্প আপনার চ্যাম্পিয়ন—এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনি আসন্ন সংকটটি চিনতে পারেন এবং যথাযথ প্রস্তুতি নেন। আসন্ন সংকটে যারা বিজয়ী হবে, তারা স্বর্গীয় যিরূশালেমের নাগরিক; এবং ঈশ্বরের বিধি থেকে ধর্মত্যাগ করেছে এমন সব শক্তি একত্রিত হতে চলেছে—যেমন সাদুকীরা (ডেমোক্র্যাটরা) ও ফারিসীরা (রিপাবলিকানরা) ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সন্তানদের বিরুদ্ধে এক হয়েছিল—পশুর প্রতিমূর্তি গঠিত হওয়ার সাথে সাথে।

যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামের মিথ্যা নবী হোক বা বিশ্বব্যাপী ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ হোক—এই দুয়েরই প্রতারণার কাজেই গির্জা ও রাষ্ট্রের একত্রীকরণ ঘটায়। সিস্টার হোয়াইট উল্লেখ করেছেন যে আরেকটি গৃহযুদ্ধ হবে, এবং এটি ঘটাবে বৈশ্বিক ব্যাংকার ও বিলিয়নিয়াররা, যারা আধুনিক ব্যাবিলনের বণিক এবং ভবিষ্যদ্বাণীমতে ড্রাগন শক্তির প্রতিনিধিদের অর্ধেক। অন্য অর্ধাংশ হলো পেশাদার রাজনীতিবিদ, আইনজীবী, রাজা এবং শাসকেরা।

> ভারত, চীন, রাশিয়া এবং আমেরিকার শহরগুলোতে হাজার হাজার পুরুষ ও নারী অনাহারে মারা যাচ্ছে। ধনীরা, কারণ তাদের হাতে ক্ষমতা আছে, বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তারা যতটা পেতে পারে, সবই কম দামে কিনে নেয়, তারপর তা অত্যধিক বাড়তি দামে বিক্রি করে। এর অর্থ দরিদ্র শ্রেণির জন্য অনাহার, এবং এর পরিণতিতে গৃহযুদ্ধ ঘটবে। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ৫, ৩০৫।

বিপ্লবী যুদ্ধটি ছিল প্রকৃত অর্থে এক যুদ্ধ, কিন্তু তা এমন এক রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সূচিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র এখন দুই রাজনৈতিক দলে বিভক্ত এক জাতি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য কখনোই ব্যর্থ হয় না, এবং তাঁর বাক্য উল্লেখ করে যে ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনে পুনর্নির্বাচিত হবেন। একটি গৃহযুদ্ধ—যা কার্যত ইতিমধ্যেই সূচিত হয়েছে—তাঁর নির্বাচনের অল্পকাল পরেই প্রকৃত অর্থে শুরু হবে, যেমনটি ঘটেছিল প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট লিংকনের ক্ষেত্রে। তিনি যে গৃহযুদ্ধ উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করবেন, তার অন্তর্নিহিত যুক্তি সৃষ্টি করবে বৈশ্বিক

ব্যাংকারেরা ও আরবপতি বণিকেরা, যারা, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে, অধিক আর্থিক মুনাফার আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দিতে এবং, আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বিলোপ করতে, সারা বিশ্বে নিয়ন্ত্রণহীন গণঅভিবাসনের দুয়ার উন্মুক্ত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এসেছে। বাবিলনের বণিকেরা অতিধনী ও অতিদরিদ্র—এই দুই-শ্রেণির এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

পশুর মূর্তির প্রতিষ্ঠায় সভাপতিত্বকারী রাষ্ট্রপতি হবেন ট্রাম্প, এবং সেই মূর্তিটি স্থাপনে বাধ্য করবে ইসলামের মিথ্যা ভাববাদীই, আর যাদের চোখ আছে ও যারা উপলব্ধি করতে পারে, এবং যাদের কান আছে ও যারা অনুধাবন করতে পারে, তাদের জন্য ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর আক্ষরিক ইস্রায়েলে—প্রাচীন মহিমাময় দেশটির—উপর ইসলামের তৃতীয় হায়ের আক্রমণ ইসলামের মিথ্যা ভাববাদীর ঐশ্বরিক বিধানময় কার্যের এক সুস্পষ্ট পরিপূর্তি।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, যারা নিজেদেরকে "বৈচিত্র্য, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি"র দল হিসেবে তুলে ধরে, এখন তারা প্রচারিত শয়তানি দর্শনের ফল ভোগ করছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে, তারা ২০২৪ সালের নির্বাচনের দিকে এগোতে থাকা অবস্থায়, ইসরায়েলবিরোধী বনাম ইসরায়েলসমর্থক বিতর্ক তাদের দলের রাজনৈতিক শক্তিকে ভেঙে দিচ্ছে। এই বিভাজন তাদের অনুগামীদের মধ্যে অন্তর্কলহ সৃষ্টি করছে, এমন পর্যায়ে যে তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনগুলো হয়তো আর ট্রাম্পের জন্য পড়বে এমন প্রকৃত ভোটকে ছাপিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত ভোট কারসাজি করতে সক্ষম হবে না। ইসলামের মিথ্যা নবীর যুদ্ধ এমন পরিস্থিতি তৈরি করছে যা ট্রাম্পকে অষ্টম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করবে, যিনি সাতজনেরই একজন, ১৯৮৯ সালে "শেষ সময়" থেকে, যখন ভূমির পশু সমুদ্রের পশুর প্রতিচ্ছবি তৈরি করছে।

"বৈচিত্র্য, ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তি"র শয়তানি দর্শনটি এলজিবিটিকিউ+ এজেন্ডার প্রচারের মাধ্যমে সদোম ও গোমোরার বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তির প্ল্যাটফর্মগুলোর একটি।

> লোতের দিনগুলিতে যেমন ছিল—তারা খেত, পান করত, কিনত, বিক্রি করত, রোপণ করত, নির্মাণ করত; কিন্তু যে দিন লোত সদোম থেকে বেরিয়ে গেল, সেই দিনই আকাশ থেকে আগুন ও গন্ধক বর্ষিত হলো এবং তাদের সবাইকে ধ্বংস করল। তেমনি হবে সেই দিনে, যেদিন মনুষ্যপুত্র প্রকাশিত হবেন। লূক ১৭:২৮–৩০।

এলজিবিটিকিউ+ এজেন্ডা ‘গে প্রাইড’ হিসেবেও উপস্থাপিত হয়, এবং ফলে এটি পৃথিবীর পশুর চূড়ান্ত নৈতিক পতনকে, এবং তার পরবর্তীতে বিশ্বের পতনকে চিহ্নিত করে।

> সৎলোকের প্রধান পথ হলো মন্দ থেকে দূরে থাকা; যে তার পথ রক্ষা করে, সে তার প্রাণ রক্ষা করে। অহংকার ধ্বংসের আগে আসে, আর উদ্ধত আত্মা পতনের আগে। নম্র চিত্তে নম্রদের সঙ্গে থাকা, অহংকারীদের সঙ্গে লুটের মাল ভাগ করার চেয়ে ভালো। হিতোপদেশ ১৬:১৭-১৯।

অহংকারের পরে পতন আসে, আর ধ্বংসেরও আগে আসে অহংকার। জাতীয় ধর্মত্যাগ জাতীয় ধ্বংস ডেকে আনে, এবং বিশ্ববাদী অহংকারের প্রতীকই সদোম ও গোমোরাহর বিদ্রোহের প্রতীক। অনুপ্রেরণা শীঘ্র আগত রবিবারের আইনকে লোতের সদোম, গোমোরাহ ও সমতলভূমির নগরসমূহের ধ্বংস থেকে অল্পের জন্য পালিয়ে যাওয়ার ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে

দেখায়, কারণ রবিবারের আইনের সময় পোপতন্ত্রের হাত থেকে যারা রক্ষা পাবে, তাদের প্রতীক হলো লোতের বংশধররা (আম্মোন ও মোয়াব)।

> সে সেই মহিমান্বিত দেশেও প্রবেশ করবে, এবং বহু দেশ পরাভূত হবে; কিন্তু এরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবে—অর্থাৎ এদোম, মোয়াব, এবং আম্মোন-সন্তানদের প্রধান অংশ। দানিয়েল ১১:৪১।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এখন নিজ হাতে ভেঙে পড়ছে। আমি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না; আমি কেবল বর্তমান ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি। বিশ্বজুড়ে সীমানা খুলে দিতে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অক্লান্ত পরিশ্রম করছে, এভাবে নজিরবিহীন ও নিয়ন্ত্রণহীন মানুষের বন্যা বইতে দিয়েছে। ড্রাগন দ্বারা অনুপ্রাণিত গ্লোবালিস্টরা সারা পৃথিবীজুড়ে বাঁধের কপাট খুলে দিয়েছে।

> আর সর্প নারীর পিছু বন্যার ন্যায় জল তার মুখ থেকে উগরে দিল, যাতে বন্যার স্রোতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর পৃথিবী সেই নারীর সাহায্য করল; পৃথিবী তার মুখ খুলে ড্রাগন তার মুখ থেকে যে বন্যা উগরে দিয়েছিল, সেটি গিলে ফেলল। আর ড্রাগন সেই নারীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার বংশের অবশিষ্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করে এবং যীশু খ্রিষ্টের সাক্ষ্য ধারণ করে। প্রকাশিত বাক্য ১২:১৫-১৭।

"অবশিষ্ট" হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, এবং এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ইতিহাসই সেই ইতিহাস যা শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ। সেই থেকে, ড্রাগনের শক্তি সব দিকে "তার মুখ থেকে বন্যার মতো জল নিক্ষেপ" করে আসছে। জল মানুষের প্রতীক।

> আর তিনি আমাকে বললেন, তুমি যে জলসমূহ দেখেছিলে, যেখানে সেই বেশ্যা বসে আছে, সেগুলো হল বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিপুল জনতা, নানা জাতি ও ভাষা। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৫।

ড্রাগন-শক্তির পার্থিব প্রতিনিধিরাই (গ্লোবালিস্টরা), এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সীলকরণের সময়ে অবৈধ অভিবাসনের বন্যার দ্বার উন্মুক্ত করে। সারা বিশ্বজুড়ে ড্রাগনের "বন্যা" এই ইঙ্গিত দেয় যে, শীঘ্র আগত রবিবারের আইনকালে প্রভু তাঁর ধ্বজা উত্তোলন করতে চলেছেন। প্রকাশিত বাক্য বারো অধ্যায়ে উল্লিখিত ড্রাগনের বন্যা যুক্তরাষ্ট্রের সূচনালগ্নে পৃথিবী থেকে উঠা পশুর দ্বারা গিলে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু এখন ড্রাগনের সেই বন্যা পুনরায় ফিরে এসেছে, ফলে নিকটবর্তী রবিবারের আইন-সংকট সম্পর্কে সতর্কতা দিচ্ছে; কারণ শত্রু যখন বন্যার মতো এসে পড়ে, তখনই ঈশ্বর তাঁর মানদণ্ড উত্তোলন করেন।

> প্রভুর বিরুদ্ধে অপরাধ করা ও মিথ্যা বলা, আমাদের ঈশ্বর থেকে সরে যাওয়া, অত্যাচার ও বিদ্রোহের কথা বলা, হৃদয় থেকে মিথ্যা কথা চিন্তা করা ও তা উচ্চারণ করা। আর বিচার পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, ন্যায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছে, আর ন্যায়পরায়ণতা প্রবেশ করতে পারে না। হ্যাঁ, সত্য হারিয়ে গেছে; আর যে মন্দ থেকে সরে আসে, সে নিজেকে শিকারে পরিণত করে; এবং প্রভু তা দেখলেন, আর বিচার নেই—এই কথা তাঁকে অসন্তুষ্ট করল। তিনি দেখলেন যে কোনো মানুষ নেই, আর কোনো মধ্যস্থকারী নেই দেখে তিনি বিস্মিত হলেন; এই কারণে তাঁর নিজের বাহু পরিত্রাণ এনে দিল, আর তাঁর ন্যায়পরায়ণতা তাঁকে সমর্থন করল। কারণ তিনি ন্যায়পরায়ণতাকে বক্ষবর্মের মতো পরিধান করলেন এবং তাঁর মাথায় মুক্তির শিরস্ত্রাণ রাখলেন; তিনি

> প্রতিশোধের বস্ত্রকে পরিধেয় করলেন এবং উৎসাহকে এক চাদরের মতো জড়ালেন। তাদের কাজকর্ম অনুযায়ী তিনি প্রতিদান দেবেন—প্রতিপক্ষদের প্রতি ক্রোধ, শত্রুদের প্রতি প্রতিফল; দ্বীপদেশগুলোকেও তিনি প্রতিফল দেবেন। তাই পশ্চিম থেকে তারা প্রভুর নামকে ভয় করবে, আর সূর্যোদয়ের দিক থেকে তাঁর মহিমাকে। যখন শত্রু প্লাবনের মতো এসে পড়বে, তখন প্রভুর আত্মা তার বিরুদ্ধে নিশান তুলবেন। আর মুক্তিদাতা সিয়োনে আসবেন, এবং যাকোবের মধ্যে যারা অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তাদের কাছেও—প্রভু বলেন। আমার দিক থেকে, তাদের সঙ্গে এটাই আমার চুক্তি—প্রভু বলেন—তোমার ওপর যে আমার আত্মা আছে এবং তোমার মুখে যে আমার বাক্য রেখেছি, তা তোমার মুখ থেকে, তোমার সন্তানের মুখ থেকে, তোমার সন্তানের সন্তানের মুখ থেকেও বিচ্যুত হবে না—প্রভু বলেন—এখন থেকে চিরকাল পর্যন্ত। ইশাইয়াহ ৫৯:১৩–২১।

শত্রু যখন প্লাবনের ন্যায় আসে, তখন যে মানদণ্ড উচ্চে তোলা হয়, সেটিই ধ্বজা; এবং ঈশ্বরের বাক্যে এটিই আবার এক নীতিমানদণ্ডও বটে। শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের পূর্ববর্তী কালে, অবৈধ অভিবাসনের প্লাবন এই লক্ষণ যে অনুগ্রহকাল প্রায় সমাপ্ত হতে চলেছে। যিশাইয়াহ মানদণ্ড উত্তোলনের প্রসঙ্গে যে পরিবেশ চিহ্নিত করেন, তা এক আইনহীনতার যুগের বর্ণনা; কারণ তিনি বলেন, “বিচার পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, আর ন্যায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে গেছে, আর ন্যায়পরায়ণতা প্রবেশ করতে পারে না। হ্যাঁ, সত্য ব্যর্থ হয়; আর যে মন্দ থেকে বিরত হয়, সে নিজেকে শিকার করে তোলে; আর প্রভু তা দেখলেন, এবং সেখানে বিচার নেই—এতে তিনি অপ্রসন্ন হলেন। আর তিনি দেখলেন যে কোনো মানুষ নেই, এবং বিস্মিত হলেন যে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই।” জর্জ সোরোস প্রমুখ ব্যক্তিদের দ্বারা অর্থায়িত এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনীতিবিদদের দ্বারা উপেক্ষিত যে অরাজকতা, উক্ত অংশের প্রেক্ষিতে সিস্টার হোয়াইট সেটিরই যথার্থ বর্ণনা দিয়েছেন।

> ন্যায়বিচারের আদালতগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত। শাসকেরা লাভের লোভ ও ইন্দ্রিয়সুখের প্রেমে চালিত। অসংযম অনেকের বিচারবুদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে শয়তান তাদের ওপর প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পেয়েছে। বিচারকরা পথভ্রষ্ট, ঘুষখোর, বিভ্রান্ত। যারা আইন প্রয়োগ করেন, তাদের মধ্যেই মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতা, কামবাসনা, ঈর্ষা, সব ধরনের অসততা বিদ্যমান। ‘ন্যায়বিচার দূরে দাঁড়িয়ে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে গেছে, আর ন্যায্যতা প্রবেশ করতে পারে না।’ ইশাইয়া ৫৯:১৪। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫৮৬।

অবৈধ অভিবাসন, অ্যান্টিফা (অ্যান্টি-ফ্যাসিস্টরা) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন, এবং ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার-এর মতো সহিংস আন্দোলন—যেগুলো ক্রিটিক্যাল রেস থিওরির মতো বিকৃত ঐতিহাসিক আখ্যানের ওপর প্রতিষ্ঠিত—এসবই অর্থলোভে প্রণোদিত ড্রাগনের রাজনৈতিক শাসকদের দ্বারা সমর্থিত ও প্রচারিত হয়েছে; আর দুর্নীতিগ্রস্ত আদালত ও আইনজ্ঞেরা সত্যকে সেই একই রাস্তায় নিক্ষেপ করেছে, যেখানে প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে দুই সাক্ষীকে হত্যা করা হয়েছিল। ওই রাস্তা ছিল নাস্তিকতার (মিশর) ও অনৈতিকতার (সদোম) শহরে; সেটিই ড্রাগন ও তার প্রতিনিধিদের শহর। ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ফল দ্বারা চিহ্নিত পরিবেশকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এক বন্যা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, আর যখন শয়তান ঈশ্বরের শত্রু হিসেবে তার জলকপাট খুলে দেয়, তখন সেটাই প্রমাণ যে ঈশ্বরের নিশান শীঘ্রই উত্তোলিত হতে চলেছে।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

বিশ্বের পরিস্থিতি দেখাচ্ছে যে দুর্দিন ঠিক আমাদের ওপর এসে পড়েছে। দৈনিক পত্রিকাগুলি নিকট ভবিষ্যতে এক ভয়াবহ সংঘাতের ইঙ্গিত-সংকেতে ভরা। দুঃসাহসী ডাকাতি ঘনঘন ঘটছে। ধর্মঘট সাধারণ ব্যাপার। সবদিকে চুরি ও খুন সংঘটিত হচ্ছে। দুষ্টাত্মা-আক্রান্ত মানুষ পুরুষ, নারী ও ছোট্ট শিশুদের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। মানুষ দুরাচারে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, এবং সব প্রকার মন্দেরই প্রাধান্য পাচ্ছে। শত্রু ন্যায়কে বিকৃত করতে এবং মানুষের হৃদয় স্বার্থপর লাভের লালসায় ভরিয়ে তুলতে সফল হয়েছে। "ন্যায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে গেছে, আর ন্যায়পরায়ণতা প্রবেশ করতে পারে না।" Isaiah 59:14. মহানগরগুলোতে অসংখ্য মানুষ দারিদ্র্য ও দুর্দশায় বাস করছে, খাদ্য, আশ্রয় ও বস্ত্রের প্রায় সম্পূর্ণ অভাবে; অথচ সেই একই শহরগুলোতে আছে এমন লোকেও, যাদের আছে মনের কামনারও অতিরিক্ত; যারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, তাদের অর্থ ব্যয় করে আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জার বাড়িতে, ব্যক্তিগত অলঙ্করণে, বা আরও খারাপ, ইন্দ্রিয়সুখের তৃপ্তিতে, মদ, তামাক, এবং এমন আরও জিনিসে যা মস্তিষ্কের শক্তিকে নষ্ট করে, মনকে ভারসাম্যহীন করে, এবং আত্মাকে অধঃপতিত করে। ক্ষুধার্ত মানবতার আর্তধ্বনি ঈশ্বরের সামনে পৌঁছাচ্ছে, আর এদিকে প্রত্যেক প্রকার শোষণ ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে মানুষ বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চয় করে যাচ্ছে।

রাত্রিকালে আমাকে আহ্বান করা হয়েছিল এমন সব ভবন দেখতে, যেগুলো তলা-তলার পর তলা আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছিল। এই ভবনগুলোকে অগ্নিনিরাপদ বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, এবং সেগুলো নির্মিত হয়েছিল মালিক ও নির্মাতাদের গৌরবান্বিত করার জন্য। ক্রমে আরও উঁচু, আরও উঁচুতে উঠছিল এই ভবনগুলো, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিল সবচেয়ে ব্যয়বহুল উপকরণ। যাদের এই ভবনগুলো ছিল, তারা নিজেদেরকে এই প্রশ্নটি করছিল না: 'আমরা কীভাবে সর্বোত্তমভাবে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে পারি?' প্রভু তাদের চিন্তায় ছিলেন না।

যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নির্মিত হচ্ছিল, মালিকেরা উচ্চাভিলাষী গর্বে উল্লসিত ছিল যে নিজেদের ভোগ-বিলাসে এবং প্রতিবেশীদের ঈর্ষা উদ্রেকে করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বিনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরিদ্রদের শোষণ করে অর্জিত ছিল। তারা ভুলে গিয়েছিল যে স্বর্গে প্রতিটি ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব রাখা হয়; প্রতিটি অন্যায় চুক্তি, প্রতিটি প্রতারণামূলক কাজ সেখানে লিপিবিদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধততায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদের অতিক্রম করতে দেবেন না, এবং তারা শিখবে যে যিহোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

পরবর্তী যে দৃশ্যটি আমার সামনে ভেসে উঠল, তা ছিল আগুন লাগার অ্যালার্ম। লোকেরা সুউচ্চ এবং তথাকথিত অগ্নিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এগুলো একেবারে নিরাপদ।' কিন্তু এই ভবনগুলো যেন তারকোল দিয়ে তৈরি—এমনভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেল। ধ্বংস রোধে ফায়ার ইঞ্জিনগুলো কিছুই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা ইঞ্জিনগুলো চালাতে সক্ষম হননি। টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৯, ১২, ১৩।